01 MAY 1992
01 MAY 1992
তারিখ
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮
05

সবার জন্য শিক্ষা শীর্ষক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

শিক্ষাকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সবার জন্য শিক্ষাকে একটি সুসমন্বিত সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সামাজিক কর্মসূচী হিসেবে তা চালু করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বাসস জানায়, প্রধানমন্ত্রী গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে 'সবার জন্য শিক্ষা-সামাজিক আন্দোলন' শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করছিলেন।

তিনি বলেন, শিক্ষাকে অবশ্যই একটি সামাজিক কর্মসূচী হিসেবে চালু করতে হবে। অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সর্বনিম্ন পর্যায়ে এই কর্মসূচী চালাতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী সকল সচেতন সামাজিক সংগঠন ও শক্তিকে 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কেননা দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্র সুসংহত করার জন্য এটা অপরিহার্য।

তিনি বলেন, বর্তমানে একটি গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। গণতন্ত্রে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সকলের অংশগ্রহণ। সরকার যেহেতু সকলের তাই এর কর্মসূচী-সমূহের সফল বাস্তবায়নের ব্যাপারে প্রতিটি নাগরিক সমভাবে দায়ী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে

প্রধানমন্ত্রী ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৩

প্রধানমন্ত্রী ঃ জাতীয় সম্মেলনে ভাষণ

(১ম পাতার পর)

আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের সকল জাতীয় সম্পদ, শক্তি ও কর্মক্ষমতা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের প্রয়োজন সর্ব-স্তরের জনগণের আন্তরিক অংশগ্রহণ।

বেগম জিয়া বলেন, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও স্বাস্থ্য সুবিধার ক্ষেত্রে শিক্ষা অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার দেশের জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী শিক্ষার উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ করেছে।

বেগম জিয়া বলেন, তার সরকার শিক্ষাকে একটি সামাজিক কর্মসূচীতে পরিণত করার ব্যাপারে বেসরকারী উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। তিনি বলেন, সবাইকে অবশ্যই সরকারী প্রচেষ্টার সহায়ক হিসেবে তাদের অবদান রাখতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, বর্তমানে প্রতি তিন বর্গ কিলোমিটারে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। তবে আমাদের প্রতি দুই বর্গ কিলোমিটারে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রয়োজন। তিনি বলেন, এটা একটা বিরাট কাজ। বেসরকারী ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ এই কর্মসূচীকে সফল করে তোলার ক্ষেত্রে অনেকাংশে অবদান রাখতে পারে।

বেগম জিয়া বলেন, আমরা সারাদেশে গণশিক্ষা কর্মসূচী পুনরায় শুরু করেছি। সবার জন্য উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য আমরা একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি।

প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা খাতের লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করার এবং নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে জাতির সংগ্রামে সমর্থন দেয়ার জন্য ইউএনডিপি, বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ইউনুস খান, ইউনিসেফ-এর নির্বাহী পরিচালক জেমস্ পি, গ্রান্ট, শিক্ষা সচিব শফিউল আলম এবং ইউনিসেফ-এর কানট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ কোল পি, ডজ বক্তৃতা করেন।

ইউনিসেফ-এর নির্বাহী পরিচালক তার বক্তৃতায় বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর জন্য গোটা জাতিকে সচেতন করে তুলতে হবে ও শক্তি সুসংগঠিত করতে হবে।